

ড হোয়াট ইট আয়

নিজের ব্যক্তিত্বকে জানুন,
খুঁজে নিন পছন্দের ক্যারিয়ার।

মল ডি. টিগার, বারবারা ব্যারন, এবং কেলি টিগার

অনুবাদকঃ রায়হানুল ইসলাম
সম্পাদকঃ নওশের আলী

বিডা'স
পা ব লি শা র্স

সূচিপত্র



অনুবাদের কথা	০৫
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ	০৬
লেখকদের সম্পর্কে	০৭
কেন এই বই পড়বেন?	০৮
প্রথম অংশ: ব্যক্তিত্বের ধরণ উন্মোচন	
অধ্যায় ১: নিজের জন্য সঠিক ক্যারিয়ারটি বেছে নিন	১৫
ক্যারিয়ারে সন্তুষ্টির গোপন রহস্য	
অধ্যায় ২: আপনি আসলে কে?	২৪
আপনার ব্যক্তিত্বের ধরণ আবিষ্কার করুন	
অধ্যায় ৩: আয়না, আয়না...	৪৪
আপনার ব্যক্তিত্বের ধরণ যাচাই করুন	
দ্বিতীয় অংশ: ক্যারিয়ারে সন্তুষ্টির "ফর্মুলা"	
অধ্যায় ৪: কী অসাধারণ একটি চরিত্র!	৬৬
অধ্যায় ৫: কে আগে?	৭৬
আপনার অন্তর্নিহিত শক্তিকে শনাক্ত করুন	
অধ্যায় ৬: আপনি যেভাবে কাজ করেন	৮৬
আপনার শক্তিগুলো কিভাবে প্রকাশিত হয় এবং	
আপনি সেগুলো ব্যক্তিগতভাবে কিভাবে ব্যবহার করেন	
অধ্যায় ৭: সময়ের সঙ্গে উন্নতি	৯৬
আপনার দক্ষতা ধীরে ধীরে উন্নত করুন	

তৃতীয় অংশ: এখনি কাজে নেমে পড়ুন

ক্যারিয়ার সন্তুষ্ট ব্যক্তিদের প্রোফাইল

অধ্যায় ৮: ENFJ-“জনসংযোগ বিশেষজ্ঞ”	১১১
অধ্যায় ৯: INFJ-“ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনকারী”	১৩১
অধ্যায় ১০: ENFP-“সবকিছুই সম্ভব”	১৫১
অধ্যায় ১১: INFP-“নীরব জলে গভীর স্রোত থাকে”	১৭৩
অধ্যায় ১২: ENTJ-“সবকিছু ঠিক আছে-আমি দায়িত্বে আছি”	১৯৩
অধ্যায় ১৩: INTJ-“দক্ষতা + স্বাধীনতা = পরিপূর্ণতা”	২১১
অধ্যায় ১৪: ENTP-“জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য”	২৩০
অধ্যায় ১৫: INTP-“উদ্ভাবনী সমস্যা সমাধানকারী”	২৪৯
অধ্যায় ১৬: ESTJ-“দায়িত্ব নিইয়ে কাজ সম্পাদন করা”	২৭০
অধ্যায় ১৭: ISTJ-“সময় নিন এবং কাজটি সঠিকভাবে করুন”	২৯০
অধ্যায় ১৮: ESFJ-“আপনার জন্য কী করতে পারি?”	৩১০
অধ্যায় ১৯: ISFJ-“আমার সম্মানে, আমার দায়িত্ব পালন...”	৩৩১
অধ্যায় ২০: ESTP-“চলুন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি!”	৩৫০
অধ্যায় ২১: ISTP-“আমার যা আছে তা দিয়ে সেরা কাজ করার চেষ্টা করছি”	৩৭০
অধ্যায় ২২: ESFP-“চিন্তা করবেন না-হাসিখুশি থাকুন!”	৩৮৭
অধ্যায় ২৩: ISFP-“ভাবনার মূল্যই সবচেয়ে বেশি।”	৪০৮
অধ্যায় ২৪: সবকিছু একত্রিত করা	৪২৬
নিজের ক্যারিয়ারের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করুন	
অধ্যায় ২৫: আবার শুরু! আবার শুরু!	৪৩৪
বেবি বুমারদের সফল দ্বিতীয় ক্যারিয়ার খুঁজে পাওয়ার গল্প	
শেষ বক্তব্য ও সন্তুষ্ট পাঠকদের প্রতিক্রিয়া	৪৫৭



"কেন এই বই পড়বেন?"

১৯৯২ সালে প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে “ডু হোয়াট ইউ আর” লক্ষাধিক মানুষকে তাদের জন্য উপযুক্ত কর্মজীবন খুঁজে পেতে এবং আরও সফলভাবে চাকরির সন্ধান চালাতে সাহায্য করেছে। আমরা শত শত মানুষের কাছ থেকে শুনেছি, যাঁরা জানিয়েছেন, এই বই তাঁদের এমন একটি কাজ খুঁজে পেতে সহায়তা করেছে, যেটি করতে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে আগ্রহী ছিলো। এটি তাঁদের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দিয়েছে এবং তাঁদের আরও প্রোডাক্টিভ কাজ করতে এবং কাজের মাঝে সন্তুষ্টি খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে।

ভালো ক্যারিয়ার সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করার জন্য অনেক বই লেখা হয়েছে। কিন্তু “ডু হোয়াট ইউ আর” অন্য যেকোনো বই থেকে একটি মৌলিক কারণে আলাদা। এটি কখনোই সবার জন্য এক রকম পরামর্শ দেয় না। কারণ মানুষ যেমন একে অপরের থেকে আলাদা, তেমনই একজনের জন্য সঠিক পরামর্শ আরেকজনের জন্য পুরোপুরি ভুল হতে পারে। আমাদের দক্ষতা এক বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত ও বহুল প্রশংসিত পদ্ধতিতে, যাকে পার্সোনালিটি টাইপ বলা হয়। এই পদ্ধতি আমাদের ক্যারিয়ার খোঁজার প্রক্রিয়াকে সত্যিকার অর্থে ব্যক্তিগতভাবে মানানসই করতে সহায়তা করে— আপনার সম্পর্কে অমূল্য অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে এবং আপনাকে এমন একটি কর্মজীবন খুঁজে পেতে সাহায্য করে, যা আপনার অন্তর্নিহিত প্রতিভার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে।

ইন্টারনেটে এত তথ্য পাওয়া যায়, সেখানে কেন একটি বই পড়বেন?

এটাই সত্য: এমন অসংখ্য সাইট রয়েছে, যেগুলো আপনাকে আপনার ব্যক্তিত্বের ধরন আবিষ্কার করতে বা নিজে থেকে বোঝার জন্য নানা টুলস সরবরাহ করতে পারে। কিন্তু এই সাইটগুলোতে যত গভীর বিশ্লেষণ পাওয়া যায়, তার তুলনায় আপনার হাতে থাকা এই বইটি অনেক বেশি গভীরতা এবং মূল্যবান গভীর জ্ঞান প্রদান করে। তাই অবশ্যই অনলাইনে যান, আপনার ব্যক্তিত্বের ধরন যাচাই করুন এবং দেখুন সেখানে কী ধরনের তথ্য আছে (অনেক ভালো কিছু রয়েছে!)। তবে এখানে ফিরে আসুন, যদি আপনি জানতে চান আপনার জন্য মানানসই ও সন্তুষ্টির একটি ক্যারিয়ার/চাকরি কীভাবে খুঁজে পাবেন!

"চলুন কথা বলি আপনার ব্যাপারে"

আমরা ধরে নিচ্ছি, আপনি এই বইটি হাতে নিয়েছেন কারণ আপনার কর্মজীবনে একটি মোড় ঘোরার সময় এসে গেছে। হয়তো আপনি একজন শিক্ষার্থী, যিনি নিজের জীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অথবা হয়তো আপনি কিছু সময় বিরতির পর কর্মজীবনে আবার ফিরে আসছেন এবং আপনার সব সম্ভাব্য বিকল্পপথগুলো নিয়ে ভাবছেন। হয়তো আপনি আপনার কাজ নিয়ে অসন্তুষ্ট এবং মনে করছেন, এর চেয়ে ভালো কোনো বিকল্প অবশ্যই থাকতে পারে। অথবা হয়তো আপনি একটি ক্যারিয়ার শেষ করার পথে আছেন এবং একটি নতুন ক্যারিয়ার শুরু করার কথা ভাবছেন। অভিনন্দন—আপনি সঠিক বইটি বেছে নিয়েছেন! কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তনকারীদের জন্য কিছু বিশেষ উৎসাহ প্রয়োজন। যদি আপনি মানবদীতে ঘোড়া বদলানোর মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে চিন্তিত থাকেন, তবে জেনে রাখুন যে প্রতি বছর লাখ লাখ মানুষ চাকরি পরিবর্তন করে। আসলে, ধারণা করা হয় যে, বেশিরভাগ মানুষ তাদের জীবদ্দশায় পাঁচ থেকে সাতটি ভিন্ন ক্যারিয়ার পরিবর্তন করে।

তবে, এই পরিসংখ্যান খুব বেশি সান্জনা দেয় না, বিশেষ করে যদি আপনি এমন একটি চাকরিতে আটকে থাকেন যা আপনাকে সন্তুষ্টি দেয় না, কিন্তু এটি ছাড়াও সম্ভব বলে মনে হয় না। মানুষ কেন এক লাফে চাকরি ছেড়ে নতুন পথে পা বাড়ায় না, তার অনেক বাস্তব কারণ আছে। হয়তো আপনাকে মাসিক বিল (ঘরভাড়া, বিদ্যুৎবিল, পানির বিল, গ্যাসবিলসহ অন্যান্য বাজার খরচ) পরিশোধ করতে হয়, অথবা আপনার পরিবারের দায়িত্ব আছে। একটি নিয়মিত বেতন ছেড়ে দেওয়ার জন্য সাহস দরকার, যদিও সেই চাকরিটা সন্তোষজনক না। নতুন চাকরি খোঁজা, পুরনো চাকরিতে থাকার সময় একেবারে সহজ কাজ নয়—যারা চেষ্টা করেছেন, তারা বলবেন এটি যেন একটি চাকরির ওপর আরেকটি চাকরি। অথচ বেকার হয়ে চাকরি খোঁজার চিন্তা অনেকের কাছেই ভীতিকর। বেশিরভাগ মানুষেরই এমন আর্থিক সঞ্চয় নেই যা দিয়ে বেকার থাকার সময়টুকু চালিয়ে নেওয়া যায়, বিশেষত যখন নতুন চাকরি পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই।

এছাড়াও, অন্যদের প্রত্যাশার বিরুদ্ধে যাওয়া অনেক সময়ই কঠিন হয়ে পড়ে। এমনকি আপনি আপনার কাজ নিয়ে অসন্তুষ্ট হলেও, অন্যদের (পরিবার কিংবা বন্ধুবান্ধবদের) চাপ থাকতে পারে আপনাকে বর্তমান চাকরিতে আটকে রাখার। ক্যারিয়ার পরিবর্তনের সময় পরিবারের এবং বন্ধুদের সমর্থন ও উৎসাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাছের মানুষজন যদি আপনার সিদ্ধান্তকে স্বীকৃতি না দেয়, তবে আপনি অনেক সময় নিজেকে একই জায়গায় আটকে রাখার প্রবণতা অনুভব করবেন। এমন একটি জীবনধারায় একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, সেটি বদলানোর কথা ভাবাটাও কঠিন হয়ে পড়ে। আপনি যত বেশি সময় ধরে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে জীবনযাপন করেন, সেই জীবনকে তেমনই রাখতে ততটাই আগ্রহী হয়ে ওঠেন। যদি আপনি একটি সফল স্তরে পৌঁছান এবং "সফল" হিসেবে পরিচিত হন, তবে আবার শূন্য থেকে শুরু করার চিন্তা কল্পনাতীত বলে মনে হতে পারে। এর সঙ্গে আরও একটি বিষয় যোগ হয়—আমাদের বেশিরভাগই জানি না ঠিক কী আমাদের তৃপ্ত করতে পারে। আমরা কী পছন্দ করি না, তা হয়তো অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি। কিন্তু কীভাবে একটি সন্তোষজনক বিকল্প খুঁজে বের করতে হবে, তা জানি না। আর ভাবা তো দূরে!

এই বই কীভাবে আপনার জীবন বদলে দিতে পারে

“ডু হোয়াট ইউ আর” বইটি আপনাকে আরও ভালো ক্যারিয়ার বেছে নিতে, একটি সফল চাকরির অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে এবং যেকোনো কাজে সর্বোচ্চ সফলতা অর্জন করতে সাহায্য করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। ব্যক্তিত্বের ধরন এবং কর্মজীবনের সন্তুষ্টির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আমরা যা শিখেছি, তা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। তবে মনে রাখবেন, এই বইয়ে আমরা এমন কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব না, যেগুলো আপনি অন্য কোথাও সহজেই পেতে পারেন, যেমন- সিভি/রিজ্যুমে কীভাবে লিখতে হবে বা কীভাবে ড্রেসকোড মেনে পোশাক পরবেন চাকরির ইন্টারভিউ এর জন্য। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো, আপনাকে বুঝতে সাহায্য করা যে আপনার জন্য সত্যিকারের কর্মজীবনের সন্তুষ্টি কী, এবং এমন একটি কাজ খুঁজে পেতে সাহায্য করা যা আপনি ভালোবাসবেন।

যখন আপনি “ডু হোয়াট ইউ আর” পড়তে শুরু করবেন, তখন আপনি ব্যক্তিত্বের ধরন সম্পর্কে ধারণা অর্জনের কিছু “অতিরিক্ত সুবিধা” উপভোগ করতে শুরু করবেন। আপনার ব্যক্তিত্বের ধরনকে চেনা এবং বোঝা আপনার নিজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেবে—যা আপনার প্রতিটি কাজ এবং জীবনের প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করবে।

ব্যক্তিত্বের ধরন এতটাই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যে শীর্ষস্থানীয় ৫০০ তালিকাভুক্ত বেশিরভাগ কোম্পানি প্রতিদিন এটি ব্যবহার করে। গত বিশ বছরে আমরা ব্যক্তিত্বের ধরনকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে দেখেছি—

- ম্যানেজাররা কীভাবে তাঁদের কর্মচারীদের প্রেরণা জোগান এবং তাদের সাথে যোগাযোগ করেন তা উন্নত করতে।
- শিক্ষকরা কীভাবে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীদের সাথে সম্পর্ক রাখেন তা উন্নত করতে।
- একটি দলের প্রত্যেকটি সদস্যের নিজের শক্তি এবং দুর্বলতা বুঝতে এবং সেগুলোকে আরও কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে।
- অবশ্যই, আমরা হাজারো ক্যারিয়ার বিশেষজ্ঞকে তাঁদের ক্লায়েন্টদের জন্য উপযুক্ত পেশা বেছে নিতে প্রশিক্ষণ দিয়েছি।

যদি আপনি একজন অভিভাবক হন, এই বইটি আপনাকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার পরিবারের সম্পর্কগুলো বুঝতে সাহায্য করবে এবং আপনার সন্তানদের সঙ্গে আরও ভালো বোঝাপড়া ও সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। যদি আপনি দম্পতি হন, এই বইটি আপনাকে আপনার এবং সঙ্গীর মিল ও অমিলগুলোকে বুঝতে, মেনে নিতে এবং তার প্রশংসা করতে শেখাবে। সংক্ষেপে, এই বই থেকে পাওয়া জ্ঞান আপনার নিজের এবং অন্যদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিতে পারে, এবং সেটি চিরদিনের জন্য।

। এই বইটি কীভাবে ব্যবহার করবেন

“ডু হোয়াট ইউ আর” বইটি আপনাকে পছন্দনীয় কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করে, তবে এতে আপনার জন্য কষ্টকর কিছু নেই! আমরা আশা করি, আপনি এই বইটি এমন সময়ে পড়বেন, যখন আপনার হাতে একটু নিরিবিলা সময় থাকবে এবং আপনি এই বইয়ে উল্লেখিত বিষয়গুলো নিয়ে ভেবে দেখতে পারবেন। আসল কথা হলো, আমরা আপনাকে কী করতে হবে তা বলে দিতে আগ্রহী নই। বরং আমরা আপনাকে এমন একটি কার্যপদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই, যা অত্যন্ত কার্যকর এবং সারা জীবন আপনার জন্য কাজে আসবে। আমরা আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব এবং যতটা সম্ভব যথাযথ তথ্য ও উদাহরণ দেব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উত্তর আপনাকেই খুঁজে বের করতে হবে। কারণ, আপনি নিজেকে সবচেয়ে ভালো জানেন। আমরা এটিকে একটি যৌথ প্রচেষ্টা হিসেবে দেখি—আমরা আপনাকে আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সরবরাহ করব, আর আপনি নিজের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য দেবেন। আমরা একসাথে মিলে এমন একটি ক্যারিয়ার খুঁজে বের করব, যা আপনার জন্য সেরা ক্যারিয়ার হবে।

আমরা “ডু হোয়াট ইউ আর” বইটিকে তিনটি অংশে ভাগ করেছি:

১ম অংশ: ব্যক্তিত্বের ধরনের রহস্য উন্মোচন

এই অংশে, ধাপে ধাপে আপনার ব্যক্তিত্বের ধরন (Personality Type) আবিষ্কার ও বোঝার প্রক্রিয়ার সঙ্গে আপনাকে পরিচিত করানো হবে।

অধ্যায় ১

নিজের জন্য সঠিকটি বেছে নিন

ক্যারিয়ারে সন্তুষ্টির গোপন রহস্য

আপনার জন্য সঠিক কাজ খুঁজে বের করা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

সঠিক কাজ খুঁজে নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও আমরা প্রায় সবাই লটারি জেতার, দামি গাড়ি ও বাড়ি কেনার, এবং চমৎকার একটি জায়গায় আকর্ষণীয় সব মানুষের সঙ্গে কাজ করার স্বপ্ন দেখি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এসব তো পাই না, বরং এসব অর্জনের জন্য আমাদের বেশিরভাগকেই অনেক দিন ধরে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। যদি আপনি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর এমন একটি চাকরিতে ব্যয় করেন যা আপনি পছন্দ করেন না, তাহলে সত্যিকার অর্থে আপনি আপনার জীবনের একটি বড় অংশ নষ্ট করছেন।

আদর্শ কাজ আসলে কী?

"আদর্শ কাজ" বলতে আমরা কী বুঝি? এটি এমন একটি কাজ যা শুধুমাত্র আপনার সময় এবং শক্তি ব্যবহার করার জন্য নয়, বরং আপনার আগ্রহ, দক্ষতা এবং ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যা আপনার জীবনকে সমৃদ্ধ করে। আপনার স্বভাবগত শক্তিগুলো এমনভাবে ব্যবহার করতে দেয়, যা আপনার জন্য সহজ এবং স্বাভাবিক। এটি আপনাকে আনন্দ দেয়, এবং আপনার ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করে। একই সঙ্গে এটি আপনাকে এমন কাজ করতে বাধ্য করে না, যা আপনি করতে পছন্দ করেন না (অন্তত প্রায়ই না!) আপনি কিভাবে বুঝবেন যে, আপনি সঠিক কাজে আছেন? এখানে কিছু সাধারণ নির্দেশনা দেওয়া হলো। যদি আপনি চাকরির খোঁজে থাকেন, তবে এটি মনে রাখুন। আর যদি আপনি বর্তমানে কোনো কাজে নিযুক্ত থাকেন, তবে দেখুন এটি আপনার কতোটা মানানসই।

যদি আপনি সঠিক কাজ করেন, তবে:

- আপনি কাজের জায়গায় যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকবেন।
- আপনি যা করেন, তা থেকে (বেশিরভাগ সময়) উদ্দীপনা পাবেন এবং ভালোলাগে কাজটি করতে।
- আপনি অনুভব করবেন যে আপনার করা কাজের অবদানকে সম্মান এবং প্রশংসা করা হচ্ছে।
- অন্যদের কাছে আপনার কাজের বর্ণনা দিতে গর্বিতবোধ করবেন।
- আপনি সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ করতে আনন্দিত এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন।
- আপনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী থাকবেন।

আমরা একটি বিষয় পরিষ্কার করে বলতে চাই। কাজ নিয়ে সন্তুষ্টি লাভের যতগুলো পথ রয়েছে, ঠিক ততটাই বৈচিত্র্যময় সেই পথগুলো, কারণ প্রত্যেকটি মানুষই ভিন্ন স্বভাবের। এমন কোনো একক “আদর্শ চাকরি” নেই, যা সবার জন্য প্রযোজ্য। তবে আপনার জন্য আদর্শ একটি কাজ অবশ্যই আছে।

কাজের পরিবেশের বৈচিত্র্য

কর্মক্ষেত্রে অসংখ্য ধরণের বৈচিত্র্যময় উপাদান রয়েছে। কর্মজীবনে সত্যিকারের সন্তুষ্টি পেতে হলে, প্রথমেই আপনাকে নিজের পছন্দগুলো বুঝতে হবে। এরপর এমন একটি কাজ খুঁজে নিতে হবে, যা আপনার পছন্দের সঙ্গে খাপ খায়। কিছু কাজ এমন হয় যা আরামদায়ক পরিবেশ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, আবার কিছু কাজ ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জে ভরা। কিছু কাজ হয়তো নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে বাঁধা, আবার কোনোটা থাকে বেশ নমনীয়। একটি কাজ হয়তো অনেক সামাজিক যোগাযোগের প্রয়োজন হতে পারে, আরেকটি কাজ হয়তো শান্ত পরিবেশে গভীর মনোযোগ চায়। আপনি কি জানেন, ঠিক কোন ধরনের কাজ আপনার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত? আপনি কি কখনো এই বিষয়ে গভীরভাবে ভেবেছেন?

এটা ভালো বিষয় যে, প্রত্যেকটি মানুষ যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন ধরণের ক্ষমতা এবং অগ্রাধিকারের অধিকারী, তাই তাদের উপযুক্ত নানা ধরণের কাজও রয়েছে। কেউ কেউ উচ্চপর্যায়ের ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত নিতে ভালোবাসেন; আবার কেউ হয়তো এর জন্য একেবারেই উপযুক্ত নন। কেউ হয়তো প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে চান, তাদের কাছে অর্থ উপার্জনই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পায়। অন্যদিকে কেউ সমাজে অবদান রাখতে চান; তাঁদের কাছে অর্থ অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ। কেউ পরিসংখ্যান, তথ্য এবং বিশদ বিশ্লেষণে/গবেষণায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, আবার কারো কাছে এই বিষয়গুলো মাথাব্যথার কারণ। এভাবেই প্রতিটি ব্যক্তি ভিন্ন এবং তাঁদের প্রয়োজনও আলাদা। আমরা যখন চাকরি স্থানান্তর বিশেষজ্ঞদের (যাঁরা এক্সিকিউটিভ রিক্রুটার বা হেডহান্টার নামেও পরিচিত) জন্য একটি কর্মশালার আয়োজন করেছিলাম, তখন আমরা সরাসরি দেখেছি যে এক ব্যক্তির জন্য আদর্শ একটি কাজ অন্য একজনের জন্য একেবারেই ভুল সিদ্ধান্ত হতে পারে। আমাদের প্রশিক্ষণ নেওয়া একদল হেডহান্টার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরিপ্রার্থী নিয়োগের কাজ করতেন। তাঁদের কাজ ছিল ফোনের মাধ্যমে চাকরিতে আগ্রহী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা এবং তাঁদের নতুন চাকরির জন্য আবেদন করতে রাজি করানো। যখন কোনো প্রার্থী চাকরি পরিবর্তন করে নতুন প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতেন এবং সেখানে কমপক্ষে তিন মাস কাজ করতেন, তখন সেই কর্মী নিয়োগকারী একটি বড় কমিশন পেতেন। এই কাজটি ছিল অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক এবং ফলাফল-নির্ভর কাজ, যেখানে চমৎকার যোগাযোগ (বোঝানোর) দক্ষতা এবং দ্রুততার সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করার ক্ষমতা প্রয়োজন হতো।

আর্থার ছিলেন এই কাজের জন্য নিখুঁত ব্যক্তি। তিনি দ্রুততার সাথে কাজ করতে পছন্দ করতেন। আর্থার ছিলেন প্রচণ্ড উদ্যমী, কথাবার্তায় অসাধারণ একজন মানুষ, যিনি ফোনের মাধ্যমে নানা মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে ভালোবাসতেন। তিনি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কথার মাধ্যমে মানুষকে নতুন চাকরির জন্য রাজি করাতে পারতেন এবং এই কাজটি তাঁর জন্য তৃপ্তির কাজ ছিল। তিনি জানতেন, প্রতি পঞ্চাশটি ফোন কল দিলে, দশজন আগ্রহী হতে পারে, আর তাদের মধ্যে থেকে দু'জন বা তিনজনকে নতুন চাকরিতে যোগ দিতে রাজি করানো সম্ভব। আর্থারের দৃঢ় মানসিকতা এই কাজে তাকে অনেক সাহায্য করত, কারণ দিনের অনেক সময় তাকে "না" শুনতে হতো।

তবে তিনি কখনও এই প্রত্যাখ্যানকে ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করতেন না। আর্থারকে সবচেয়ে বেশি উদ্দীপিত করত কোনো বিক্রি শেষ করা এবং পরবর্তী চ্যালেঞ্জ এগিয়ে যাওয়া। তিনি সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করতেন এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন।

অন্যদিকে, জুলি ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনিও আর্থারের মতো মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করতেন এবং তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে ভালোবাসতেন। তবে আর্থারের বিপরীতে, জুলির লক্ষ্য ছিল প্রত্যেক ব্যক্তিকে এমন একটি কাজ খুঁজে পেতে সাহায্য করা, যা তাদের জন্য সত্যিই উপযুক্ত হবে। তিনি এমন সুযোগ খুঁজতে পছন্দ করতেন, যা তার প্রার্থীদের ব্যক্তিগতভাবে উন্নতি করতে এবং সাফল্য ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে সহায়তা করবে। কিন্তু জুলির সুপারভাইজার বারবার তাঁকে সতর্ক করেছিলেন যে তিনি একেকজন প্রার্থীর সঙ্গে বেশি সময় ব্যয় করছেন এবং দ্রুত অন্য প্রার্থীদের দিকে এগোচ্ছেন না। কিন্তু জুলি চাকরি দেওয়ার কাজের চেয়ে বেশি সময় দিতেন ক্লায়েন্টদের পরামর্শ দিতে। জুলির প্রচুর অর্থ উপার্জনের সুযোগ থাকলেও এটি তাকে মোটেও উদ্দীপ্ত করত না। তিনি এমন কোনো কাজ করতে আগ্রহী ছিলেন না, যেখানে কোনো ব্যক্তিকে রাজি করিয়ে একটি চাকরি নিতে বাধ্য করা হয়, যা তার জন্য আদৌ ঠিক নয়। এতে তার খুব বেশি তৃপ্তি আসত না। ছয় সপ্তাহ পরে, আমরা যখন একটি ফলো-আপ সেশন পরিচালনা করি, তখন শুনি জুলি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন।

সবার জন্য এক নয়

প্রত্যেক মানুষই ভিন্ন, তাঁদের প্রয়োজন, ইচ্ছা, আগ্রহ, দক্ষতা, মূল্যবোধ এবং ব্যক্তিত্বও ভিন্ন। আপনার এবং আমার যদি এক ধরনের ব্যক্তিত্ব না হয়, তাহলে একটি কাজ যা আপনাকে আনন্দ দেবে, সেটি আমার জন্য বিরক্তিকর বা কষ্টকর হতে পারে। বিভিন্ন কাজ এবং এমনকি কাজের বিভিন্ন দিক মানুষকে ভিন্নভাবে সমৃদ্ধ করে। এ কারণেই কাজের ক্ষেত্র নিয়ে ভাবার সময়, আপনাকে নিজের প্রয়োজনগুলো গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে এবং এমন একটি কাজ বেছে নিতে হবে, যা আপনার জন্য আদর্শ।

নিজের উপযুক্ত পথ বেছে নিতে হলে, নিজের পরিচয় জানা জরুরি।

আমরা আগেই বলেছি, ক্যারিয়ারে সমৃদ্ধির গোপন রহস্য হলো—এমন কাজ করা যা আপনি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেন। কিছু সৌভাগ্যবান মানুষ জীবনের শুরুতেই এই রহস্য জেনে যায়। কিন্তু আমাদের বেশিরভাগই একধরনের মানসিক দ্বন্দ্ব আটকে থাকি। একদিকে থাকে আমরা কী করতে পারি বলে মনে করি, অন্যদিকে থাকে কী করা উচিত বলে মনে করি (নিজের বা অন্যের দৃষ্টিতে), আর তৃতীয়দিকে থাকে আমরা কী করতে চাই বলে ভাবি। এই বিষয়ে আমাদের পরামর্শ হবে, এসব মানসিক দ্বন্দ্ব না থেকে “আপনি কে” সেটার বুঝার ওপর মনোযোগ দিন, বাকি সব আপনাপ্রতি গড়ে উঠবে। কিছুদিন আগের কথা, এক বন্ধুর(এলেন) ফোন পেলাম। তিনি প্রায়ই ফোন করেন— তবে এইবারের কলটি ছিল সাধারণ আলাপের থেকে অন্যরকম কিছু। এলেন খুব রাগান্বিত ছিল। তাঁর এক সহকর্মী, যাকে সে মজা করে বলতো, “একটা বাঁধাকপির চেয়েও বেশি নিরাস”। তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একটি জটিল কম্পিউটার সিস্টেম ডিজাইন করার। এই সিস্টেমটি ছিল একটি দ্রুত বর্ধনশীল রিটেইল চেইনের জন্য।

অথচ এলেনকে মাত্র ছয় মাস আগে ঠিক এই কাজের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, পুরো ব্যাপারটি শুনে সে হতভম্ব। এখানে নিশ্চয়ই কিছু একটা সমস্যা ছিল—কিন্তু কী?

এলেন তাঁর নতুন চাকরিটি নেওয়ার আগে খুব যত্নসহকারে সবকিছু যাচাই করেছিলেন। তাঁর বিশ্লেষণ ক্ষমতা ছিল প্রখর এবং এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাও ছিল। অফিসের সবাই তাঁকে পছন্দ করত, এবং তার কাজের প্রযুক্তিগত দিকগুলোকে চ্যালেঞ্জিং কিন্তু সে আকর্ষণীয় মনে করতেন। এর আগেও সে একের পর এক অসন্তোষজনক চাকরির অভিজ্ঞতা পেয়েছিল, কিন্তু এই চাকরিটা পাওয়ার পর মনে করেছিল, এই চাকরিটি সম্পূর্ণ আলাদা হবে। তাহলে কেন তাঁর স্বপ্নের সুযোগটা একেবারে মলিন হয়ে গেল? আরও খারাপ লাগার বিষয় হলো, কেন সেই “বাধাকপি” তাঁর চেয়ে ভালো করছে?

আমরা ভেবেছিলাম আমরা উত্তরটা জানি। এলেন যেভাবে তাঁর সহকর্মীকে বর্ণনা করেছিলেন, তাতে দেখা যায়, তিনি (সহকর্মী) নিরিবিলা থেকে দীর্ঘসময় কাজ করতে পুরোপুরি সন্তুষ্ট। তিনি শান্ত, কিন্তু একটানা কাজ করে সব কাজ শেষ করে ফেলেন। অফিসে তাঁর সঙ্গ তেমন মজার না হলেও, তিনি বুদ্ধিমান, নির্ভরযোগ্য, এবং কখনো কোনো বিতর্কের সৃষ্টি করেন না। বলা যায়, তিনি কাজের জন্য একেবারে পারফেক্ট ব্যক্তি এবং এতে তিনি সুখীও ছিলেন। অন্যদিকে, এলেন নিজে এমন এক ধরনের মানুষ, যে তার দলের সবাইকে উৎসাহ দিয়ে যে কোনো কাজ খুব অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে নিতে ভালোবাসেন। সে তার ক্লায়েন্টদের সাথে তাদের প্রয়োজন নিয়ে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। সে কম্পিউটার সিস্টেমের জটিল বিষয়গুলো সহজ করে ব্যাখ্যা করতে দক্ষ এবং মানুষের কাছ থেকে দ্রুত কাজ আদায় করতে দক্ষতাসম্পন্ন লোক। এলেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিটিংয়ে যেতে ভালোবাসে এবং সারা দিন মিটিংয়ে কাটাতেও তার কোনো সমস্যা নেই। দুর্ভাগ্যবশত, তার নতুন চাকরিগুলোর মধ্যে এর কোনো কিছুই ছিল না।

আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, এলেন তার দায়িত্ব ঠিকমতো সামলে নিতে পারলেও, তার কাজটিতে অনেক বেশি নিঃসঙ্গতা, গভীর মনোযোগ, এবং যেটা আমরা বলি “টাস্ক ফোকাস”, এর দাবি করে—যা তার পছন্দের সাথে মেলে না। যখন সে বিষয়টি আলোচনা করছিল, তখন ধীরে ধীরে সে উপলব্ধি করতে পারলো যে, তার এত দিনের যত্নের পরিকল্পনায় সে একটাই জিনিস উপেক্ষা করে গেছে... সেটা হলো তার নিজের ব্যক্তিত্ব! এই পর্যায়ে এসে এলেন আতঙ্কিত হয়ে পড়লো। তার ভয় ছিল, সে হয়তো আট বছর ধরে ভুল ক্যারিয়ারে কাজ করে চলেছে। আগের চাকরিগুলো কেন এত উদ্দীপনাহীন মনে হতো, সেটাও এবার তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল! তবে, বাস্তবে সে ভুল ছিল না—সে কেবল তার কাজের ভুল দিকে কাজ করতেন। পরে এলেন একই কোম্পানির সেলস ডিভিশনে চলে যায়, এবং আজ সে তার নতুন অবস্থানে সফলভাবে কাজ করছে।

হয়তো একটি ছোট পরীক্ষা আমাদের বক্তব্যকে আরও পরিষ্কার করে তুলবে। একটি কাগজে, অথবা পাশের খালি জায়গায়, আপনার নাম লিখুন। হয়ে গেছে? ঠিক আছে। এবার একই কাজটি করুন, কিন্তু আপনার বিপরীত হাত ব্যবহার করে। (আপনি যদি বিরক্তির হাসি দিয়ে থাকেন, চিন্তার কিছু নেই; বেশিরভাগ মানুষ এমনই প্রতিক্রিয়া দেখায়।

আপনার পছন্দের হাত দিয়ে নাম লেখার সময় কেমন লাগল? বেশিরভাগ মানুষ এমন শব্দ ব্যবহার করে:

আপনার পছন্দের হাত	আপনার বিপরীত হাত
<ul style="list-style-type: none"> • স্বাভাবিক • সহজ • দ্রুত • পরিশ্রমহীন • চিন্তা করতে হয় না • পরিপাটি, পড়ার উপযোগী এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মতো 	<ul style="list-style-type: none"> • অস্বস্তিকর • কঠিন • সময় বেশি লাগল • ক্লান্তিকর • মনোযোগ দিতে হয় • শিশুসুলভ এবং বিশ্রী দেখায়

আমরা মনে করি, ডান/বাম হাতে কাজ করার এই অভ্যাস আসলে আপনার কাজের প্রাকৃতিক দক্ষতাকে বোঝার জন্য একটি চমৎকার উপমা। আপনার পছন্দের হাত ব্যবহার করা মানে আরামদায়ক এবং আত্মবিশ্বাসী কাজ করা। যদি আপনাকে বাধ্য করা হয় অন্য হাত ব্যবহার করতে, তবে আপনি হয়তো সেই দক্ষতাকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে তুলতে পারবেন—কিন্তু সেই কাজ কখনোই আপনার পছন্দের হাত ব্যবহার করার মতো সহজ হবে না। এবং শেষ ফলাফলটিও ততটা নিখুঁত হবে না।

প্রথাগত পদ্ধতি—এবং কেন এটি কার্যকর হয় না

ক্যারিয়ার বিশেষজ্ঞরা অনেক আগে থেকেই জানেন যে, কিছু নির্দিষ্ট ধরনের মানুষ কিছু নির্দিষ্ট কাজের জন্য বেশি উপযুক্ত। এটি বোঝাটাও গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি যেই প্রকৃতির ব্যক্তি, সেই অনুযায়ী আপনার পেশা যতটা মানানসই হবে, আপনার জন্য ততটাই ভালো। তবে সমস্যা হলো, প্রচলিত পদ্ধতিটি যথেষ্ট বিষয় বিবেচনায় নেয় না। প্রচলিত ব্যবস্থায় কেবল তিনটি মূল বিষয়কে গুরুত্ব দেয়: আপনার দক্ষতা, আগ্রহ, এবং মূল্যবোধ।

আমরা নিজেরাও ক্যারিয়ার পরামর্শক হিসেবে জানি যে, এই বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্যই, একটি কাজ দক্ষতার সঙ্গে করতে হলে সঠিক স্কিল প্রয়োজন। নিজের কাজে আগ্রহ থাকা ভালো, এটি কাজের জন্য সহায়ক হিসেবে কাজ করে। আর আপনি যা করেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট বোধ করাও জরুরি। কিন্তু এটা কখনোই পুরো চিত্র নয়! আপনার ব্যক্তিত্বের আরও কিছু দিক রয়েছে, যেগুলো বিবেচনায় নিয়ে আসা সমান গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে বলা যায়, যত বেশি আপনার ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে আপনার কাজের মিল থাকবে, তত বেশি আপনার কাজ নিয়ে সন্তুষ্টি বাড়বে।

এলেনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা প্রায়শই আমরা উপেক্ষা করি; তা হলো, আপনার কাজে কতটুকু মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বা সম্পর্কের প্রয়োজন। আপনি কি সাধারণত প্রচুর মানুষের সাথে মেলামেশা করে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, নাকি অল্পকিছু মানুষের সাথে একান্ত আলাপচারিতায় বা একা কাজ করেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন?

তৃতীয় অংশ: এখনি কাজে নেমে পড়ুন ক্যারিয়ার-সম্ভুষ্ট ব্যক্তিদের প্রোফাইল

এটা বলা হয় যে, নিজের ভুল থেকেই সবচেয়ে ভালো শেখা যায়। যদি সত্যি তাই হয়, তাহলে শেখার আরেকটি দারুণ উপায় হলো অন্যদের ভুল এবং সাফল্য থেকে শিক্ষা নেওয়া— বিশেষ করে তাদের থেকে, যারা আমাদের মতোই পরিস্থিতি পার করেছে। পরবর্তী অংশে যে কেস স্টাডিগুলো রয়েছে, সেগুলো বিভিন্ন পেশা, আয়ের স্তর, বয়স, এবং সামাজিক পটভূমি থেকে আসা মানুষের বাস্তব জীবনের ক্যারিয়ার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছে। একমাত্র মিল যা সবার মধ্যে দেখা যায় তা হলো— তারা প্রত্যেকেই তাদের ক্যারিয়ারে সম্ভৃষ্টি খুঁজে পেয়েছেন। কেউ হয়তো অনেকটা সময় নিয়ে, নানা চাকরি পাল্টে, ভুল-শুদ্ধ করতে করতে গন্তব্যে পৌঁছেছেন। আবার কেউ হয়তো শুরু থেকেই তাদের লক্ষ্য নির্ধারণ করে, সচেতনভাবে পরিকল্পনা করে সরাসরি গন্তব্যে পৌঁছে গেছেন। আগামী ১৬টি অধ্যায়ে প্রতিটি ব্যক্তিত্বের ধরণ অনুযায়ী এমন কিছু মানুষের গল্প শোনা যাবে, যারা তাদের কাজকে ভালোবাসেন এবং তাদের ব্যক্তিত্বের ধরণ ও ক্যারিয়ারের মধ্যে মিল খুঁজে পেয়েছেন। গল্পগুলোর শেষে একটি বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে, যা দেখাবে তাদের কাজ কীভাবে তাদের প্রকৃতিগত শক্তিগুলো কাজে লাগিয়েছে এবং কেন তারা এই কাজ করে এত খুশি। এই প্রোফাইলগুলো পড়ার সময় নিজেকে তাদের জায়গায় কল্পনা করুন। ভাবুন, আপনি তাদের মতো কীভাবে হতে পারেন। এতে আপনি বুঝতে পারবেন, আপনার জন্য ক্যারিয়ারে সুখ খুঁজে পেতে কী দরকার।

এরপর আসবে "একই সুতোয় বাঁধা গল্প"। এখানে বলা হয়েছে, আপনার মতো মানুষের জন্য কর্মজীবনে খুশি থাকার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর "জনপ্রিয় পেশাগুলি" অংশে থাকবে এমন কিছু পেশার তালিকা, যা আপনাকে সুখী কর্মজীবন গড়তে সাহায্য করবে। একবার যদি আপনি আপনার পছন্দের ক্যারিয়ার ঠিক করে ফেলেন, এরপর শুরু হবে চাকরি খোঁজার মিশন। যেহেতু সবার ব্যক্তিত্ব আলাদা, তাই চাকরি খোঁজার কৌশলও আলাদা হতে পারে। এখানে এমন কিছু সহজ টিপস দেওয়া আছে, যা আপনার শক্তি কাজে লাগাবে এবং দুর্বলতাগুলো এড়িয়ে সফল হতে সাহায্য করবে। আপনার ব্যক্তিত্ব ধরণ নিয়ে অধ্যায়টা পড়ার পর, আপনি এমন একটি কাজ খুঁজে পেতে প্রস্তুত হবেন, যা সত্যিই আপনাকে খুশি করবে। এমন একটি কাজ, যা করতে গিয়ে আপনি নিজেকে পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারবেন!

অধ্যায় ৪: ENFJ

এক্সট্রোভার্টেড ইন্টুইটিভ ফিলিং এবং জাজিং জনসংযোগ বিশেষজ্ঞ

প্রোফাইল ১: আন্না

ভালোবাসা এবং দক্ষতাকে একত্রিত করা।

আন্না এমন একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করেন, যা তিনি হৃদয় দিয়ে ভালোবাসেন এবং যার সাফল্যে তার পরিশ্রম সরাসরি অবদান রাখে। তিনি একটি স্বতন্ত্র স্কুলের ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর। তার কাজ হলো একটি দল পরিচালনা করা, যেখানে স্বেচ্ছাসেবক এবং পেশাদাররা একসঙ্গে স্কুলের জন্য তহবিল সংগ্রহ করেন। আন্নার প্রতিদিনের কাজের মধ্যে থাকে মানুষকে অনুদান দিতে অনুপ্রাণিত করার কৌশল তৈরি করা। এছাড়া, তিনি ঠিক করেন কাদের কাছে কতটা অর্থ চাওয়া যেতে পারে। এজন্য তিনি দাতাদের আর্থিক সক্ষমতা এবং তাদের আগ্রহ ও পছন্দ নিয়ে গবেষণা করেন। আন্নার ভাষায়, “আমি শুধু দাতাদের অর্থ দেওয়ার ক্ষমতা দেখি না, তাদের আগ্রহ এবং ইচ্ছাশক্তির বিষয়টাও গুরুত্ব দিই।”

আন্না এই চাকরিতে আসার আগে স্বাধীন পরামর্শদাতা আর ফিল্যান্স ইভেন্ট ম্যানেজার ছিলেন। তিনি বেশিরভাগ সময় এমন কাজ করতেন যেগুলো তাকে আনন্দ দিত। যেমন— বাচ্চাদের সাহায্যের জন্য দারুণ দারুণ ইভেন্ট আয়োজন করতেন। তার সবচেয়ে গর্বের ইভেন্ট ছিল “রোনাল্ড ম্যাকডোনাল্ড” চ্যারিটিজের জন্য “ব্ল্যাক-টাই” ডিনার। সেখানে বিখ্যাত আর্টিস্টদের আঁকা ছবি নিলামে উঠেছিল। আন্না নিজে গিয়ে প্রায় ৪০ জন শিল্পীর কাছ থেকে ছবি জোগাড় করেন! নিলাম দারুণ সাফল্য পেল। এরপর? তিনি বিজ্ঞাপনী সংস্থায় কাজ করলেন, ম্যানেজমেন্ট পরামর্শ দিলেন, এমনকি ওয়ার্কশপও চালালেন। কিন্তু তিনি কখনো ভাবেননি ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর হবেন। একদিন হঠাৎ স্কুলের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে কাজ শুরু করলেন। সেখান থেকে স্কুলের বড় বড় প্ল্যান বানানো আর প্রকল্পে যোগ দিয়ে নিজের জায়গা তৈরি করলেন। যখন সবাই বলল, “আন্না, এটা তোমার জন্য দারুণ!” তখন তিনি স্কুলের ডেভেলপমেন্টে খণ্ডকালীন চাকরির জন্য আবেদন করলেন। চার মাসের মধ্যেই সবাই বুঝে গেল, আন্নাই সেরা ডিরেক্টর পদের জন্য! এরপর তিনি ডিরেক্টর পদের জন্য আবেদন করলেন। আন্না উন্নয়ন কাজে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন একটা দারুণ চ্যালেঞ্জ— সঠিক মানুষকে প্রতিষ্ঠানের সাথে জুড়ে দেওয়া। এতে দু'পক্ষই খুশি হয়, আর সেটা দেখে আন্নার বেশ ভালো লাগে! তিনি বিশ্বাস করেন, ভালোবাসা

আন্না এমনকি সেই মজার কিন্তু চ্যালেঞ্জিং কাজটাও পছন্দ করেন যেখানে তাকে ফোন করে মানুষজনের কাছে থেকে অনুদান চাইতে হয়। তিনি বলেন, “এটা অনেকটা বিক্রি করার মতো, আর আমি তো এতে একেবারে এক্সপার্ট!” তার মনোভাব? “সবচেয়ে খারাপ কী হতে পারে? তারা ‘না’ বলতে পারে। কিন্তু যদি ‘হ্যাঁ’ বলে? তখন তো দারুণ কিছু ঘটবেই!”

আন্নার অদম্য উৎসাহ তাকে এক অসাধারণ “বিক্রয়শিল্পী” বানিয়েছে। তিনি তার আবেগ সহজে ছড়িয়ে দিতে পারেন এবং মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারদর্শী। তার কাজের কিছু মজার দিকও আছে— একটা টিমের সঙ্গে কাজ করা, বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে থাকা এবং নেতা হিসেবে ভবিষ্যত নিয়ে মানুষকে স্বপ্ন দেখানো। তবে সবচেয়ে মজা লাগে মানুষের ভেতরের সক্ষমতা বের করে আনার কাজে। তবে কিছু কিছু কাজ আন্নাকে ততটা আকর্ষণ করে না। বিশেষ করে, সহকর্মীদের তাদের কাজের প্রতি দায়িত্বশীলতা মনে করিয়ে দেওয়া বা যখন কেউ তার কাজের মান বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়, তখন তা তাকে হতাশ করে। আর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাজনীতির ঝামেলা বা ছোটখাটো বিষয় নিয়ে অপ্রয়োজনীয় তর্কও তাকে বেশ বিরক্ত করে।

আন্না বলেন, “অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে অনেক সময় এমন স্বেচ্ছাসেবক থাকেন যারা মনে করেন তারা সব কিছু জানেন, যদিও তাদের অভিজ্ঞতা কম। যারা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন, তাদের জন্য এটা অনেক কঠিন হতে পারে, কারণ বাইরের লোকেরা মাঝে মাঝে সঠিকভাবে বুঝে না নিয়েই সিদ্ধান্ত নেন। তবে, একটু শিক্ষা আর ধৈর্য্য অনেক কিছু সুরাহা করতে পারে।” তবে আন্না এসব বিরক্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেও কখনো হতাশ হন না, কারণ তিনি সবসময় ইতিবাচক মনোভাব আর সম্ভাবনার প্রতি বিশ্বাস রাখেন। তিনি বলেন, “যদি আপনি আপনার লক্ষ্যকে বিশ্বাস করেন এবং মানুষকে সম্মান দেন, তাহলে সব কিছু সহজ হয়ে যায়। আপনি যা করছেন, সেটার প্রতি যত্নশীল হতে হবে, এবং ভবিষ্যতে কি ফল আসবে, সেটাও ভাবতে হবে। কারণ, যতই বেতন আসুক, যদি আপনি ওই জায়গায় সত্যিকারের বিশ্বাস না রাখেন, তাহলে সেটা টিকে থাকবে না।”

কেন এই পেশাটি আন্নার জন্য উপযুক্ত

আন্নার জন্য এই পেশা উপযুক্ত কারণ তার লক্ষ্য হলো মানুষকে এমন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করা, যেটির প্রতি তারা ভালো অনুভব করেন এবং সাহায্য করতে চান। তার এই লক্ষ্য তার মূল্যবোধের সঙ্গে মিলে যায়। আন্না মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে পছন্দ করেন এবং তাদের মাধ্যমে আনন্দ খুঁজে পেতে সাহায্য করেন। তার সহানুভূতি, যোগাযোগ দক্ষতা এবং বিশ্বাস তাকে দাতাদের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করে, আর এতে উভয় পক্ষই খুশি হয়।

আন্না একজন ডমিন্যান্ট এক্সট্রাভার্টেড ফিলার (প্রধান বহিমুখী অনুভূতিপ্রবণ) ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে ভালোবাসেন এবং তার পেশাগত সিদ্ধান্তগুলো তার মূল্যবোধের প্রতিফলন। তিনি সহজেই মানুষের সাথে দেখা করতে ও তাদের জীবনে কী গুরুত্বপূর্ণ তা জানতে আগ্রহী। আন্না জানেন, কীভাবে মানুষের থেকে সেরাটা বের করে আনতে হয়, তাদের ভালো অনুভব করিয়ে এবং মহৎ উদ্দেশ্যের সাথে যুক্ত করে তাদের গর্বিত বোধ করাতে।

আন্নার **ইন্ট্রোভার্ভেটেড ইনটুইশন** (অন্তর্মুখী অন্তর্দৃষ্টি), যা তার অক্সলিয়ারি ফাংশন, তাকে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা দেখতে সাহায্য করে। তিনি জানেন যে উন্নতির জন্য দীর্ঘমেয়াদী মনোভাব প্রয়োজন, তাই আন্না তার কাজের প্রভাব এবং ফলাফলগুলো পাঁচ, দশ, বা পনেরো বছর পর কল্পনা এবং মূল্যায়ন করতে সময় দেন। এটি তাকে দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন লক্ষ্য পূরণের জন্য কৌশল এবং পরিকল্পনা তৈরি করতে সহায়তা করে।

আন্নার **ইন্ট্রোভার্ভেটেড সেলিং** (বহিমুখী সংবেদনশীলতা), যা তার তৃতীয় ফাংশন, এখন ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। ত্রিশের কোঠায় পৌঁছানোর পর আন্না প্রকৃতির ঋতু পরিবর্তন দেখতে শুরু করেন। একদিন হঠাৎ তিনি দেখেন, "ওহ, বসন্ত এসে গেছে!" এখন তিনি কুঁড়ি ফোটা গাছ, ফুলের সৌন্দর্য, এবং পাখির ফিরে আসা উপভোগ করেন। আন্নার মধ্যে ছোট ছোট বিষয়গুলোর প্রতি নতুন এক ভালোবাসা তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, "এখন আমি মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়গুলো মনে রাখতে পারি, যেমন তারা কফিতে কীভাবে চিনি নেন। মানুষ এই ধরনের মনোযোগ পেয়ে খুশি হয়। ক্রমশই, আন্না তার **অন্তর্মুখী (Introversion)** এবং **পর্যবেক্ষণশালী (Perceiving)** বৈশিষ্ট্যের স্পষ্ট প্রমাণ খুঁজে পাচ্ছে, বিশেষত যেভাবে তিনি কোনো প্রক্রিয়াকে তার নিজস্ব গতিতে এগোতে দেন। "আমি আমার দিন শুরু করি একটি পরিকল্পনা দিয়ে। আমি সবকিছুই পরিকল্পনা দিয়ে শুরু করি, কিন্তু যখন কেউ কোনো সমস্যার কথা নিয়ে আসে, তখন আমি বুঝতে পারি, সেই মুহূর্তে এটাই আমার করা উচিত। মানুষ সবসময় পরিকল্পনার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।"

আন্না লক্ষ্য করেছেন যে, তিনি এখন পরিস্থিতিকে তার স্বাভাবিক গতিতে পরিণতির দিকে যেতে দেওয়ার জন্য এক নতুন ধৈর্য অর্জন করেছেন, যেখানে আগে হয়তো তিনি দ্রুত ফলাফলের জন্য তাড়াহুড়ো করতেন। অন্তর্মুখীতার বিষয়ে, আন্না এখন তার নিজের মনের ভেতরে সময় কাটানোতে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন। বরং, যেখানে আগে তিনি সঙ্গের মানুষ খুঁজতেন, এখন তিনি নির্জনতার জন্য আকুল বোধ করেন। তিনি বলেন "আমি এখন আমার একাকী যাতায়াতের সময়টিকে খুবই মূল্য দিই এবং এর জন্য অপেক্ষা করি। আগে আমি এমন ব্যায়ামের ক্লাস পছন্দ করতাম যা অনেক বেশি তীব্র এবং রোমাঞ্চকর, কিন্তু এখন আমি যোগব্যায়ামের ক্লাস বেছে নিই, যা আমাকে আমার নিজস্ব প্রক্রিয়ার ওপর মনোযোগ দিতে এবং আমার ব্যক্তিগত লক্ষ্য পূরণের জন্য কাজ করতে সাহায্য করে।"

আপনার চাকরির অনুসন্ধানকে নিজের মতো করে সাজান

আপনার ব্যক্তিত্বের শক্তি এবং দুর্বলতাগুলি জানা চাকরি খোঁজার সময় আপনাকে অনেক সুবিধা দিতে পারে। চাকরি খোঁজার প্রতিটি ধাপে—চাকরির তথ্য খোঁজা, সম্ভাব্য নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, রেজুমি তৈরি করা, সাক্ষাৎকার দেওয়া, বেতন নিয়ে আলোচনা করা এবং অবশেষে একটি চাকরি গ্রহণ করা—মানুষ তাদের ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী আচরণ করে। আপনার শক্তিগুলি ব্যবহার করা এবং দুর্বলতাগুলি সামলে নেওয়া সফল বা ব্যর্থ চাকরি খোঁজার মধ্যে পার্থক্য গড়ে তুলতে পারে।

আমাদের দেওয়া পরামর্শের সেই সূক্ষ্ম পার্থক্যই চাকরি খোঁজার ক্ষেত্রে সফলতা বা ব্যর্থতার আসল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ হিসেবে “নেটওয়ার্কিং”-এর কথা ধরা যাক —যেখানে সম্ভাব্য চাকরি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য মানুষের সঙ্গে দেখা করা এবং কথা বলা হয়।

বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের জন্য নেটওয়ার্কিং কীভাবে ভিন্ন হয় তা বুঝুন:

- **এক্সট্রোভার্টরা** স্বাভাবিকভাবেই মানুষের সঙ্গে মিশতে পছন্দ করে এবং এবং তাদেরকে বড় পরিসরে নেটওয়ার্কিং করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
- **ইনট্রোভার্টরা** তুলনামূলকভাবে সীমিত এবং লক্ষ্যভিত্তিক নেটওয়ার্কিং পছন্দ করেন, বিশেষ করে পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে এটি করতে তারা বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।
- **সেন্সাররা** সাধারণত নির্দিষ্ট ও পরিচিত গণ্ডির মধ্যেই নেটওয়ার্কিং করেন, আর **ইনটুইটিভরা** ক্ষেত্রের বাইরের বা একেবারেই ভিন্ন লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করেন না।
- **ফিলাররা** মানুষের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পছন্দ করে, আর **থিংকাররা** বেশি বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন।
- **জাজাররা** অল্প কিন্তু গঠনমূলক প্রশ্ন করে, আর **পারসিভাররা** বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করতে পারেন এবং সারা দিন এভাবে কথা চালিয়ে যেতে পারেন।

একটি কার্যকর চাকরি খোঁজার কৌশল থাকলেও, এটি বাস্তবায়নের পদ্ধতি ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে। তাই নিজের উপায়ে কাজটি সাজিয়ে নিন।

সাফল্যের পথ: আপনার শক্তিগুলো ব্যবহার করুন

ENFJ-দের শক্তি ও প্রতিভার দারুণ মিশ্রণের কারণে তারা সাধারণত চাকরি খোঁজার প্রক্রিয়াটিকে মজার এবং সহজ মনে করেন। সত্যি বলতে, ENFJ-রা এই ক্ষেত্রে এক কথায় অসাধারণ! যেহেতু অনেক ক্যারিয়ার কাউন্সেলর নিজেই ENFJ, তাই চাকরি খোঁজার প্রচলিত সুপারিশগুলো তাদের জন্য বিশেষভাবে মানানসই।

একজন ENFJ হিসেবে, আপনার জন্য সবচেয়ে কার্যকর কিছু কৌশল হতে পারে:

- একটি সৃজনশীল এবং সুশৃঙ্খল চাকরি খোঁজার পরিকল্পনা তৈরি করুন এবং তা বাস্তবায়ন করুন।
- কোন বিষয়গুলো আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তা আগে থেকেই ঠিক করুন এবং সেগুলোয় অটুট থাকুন।
- সম্ভাব্য চাকরির বিকল্প পথ সম্পর্কে জানতে মানুষের সঙ্গে কথা বলুন।
- নিজেকে কীভাবে সেরা উপায়ে উপস্থাপন করবেন, তা আগে থেকেই ভাবুন এবং তা দেখান।

একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে নতুন চাকরি খুঁজতে সাহায্য করার অভিজ্ঞতা থেকে মাইকেল বুঝতে পারেন যে, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং তার জন্য উপযুক্ত হতে পারে। তাই তিনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজ ছেড়ে এই পেশায় যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তবে, তার কোনো পেশাদার অভিজ্ঞতা ছিল না। তিনি তার বন্ধুকে সাহায্য করার অভিজ্ঞতাটিকে একটি কেস স্টাডি হিসেবে ব্যবহার করেন, যাতে তার দক্ষতা এবং সামর্থ্য নতুন চাকরি খোঁজার প্রক্রিয়ায় প্রমাণিত হয়। মাইকেল একটি ছোট কাউন্সেলিং সার্ভিসের পরিচালককে সাক্ষাৎ করার আগে একটি স্পষ্ট কভার লেটার, তার রেজুমি, এবং কেস স্টাডি পাঠান। কেস স্টাডিতে তিনি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন, কীভাবে তার পরামর্শ তার বন্ধুকে অসাধারণ চাকরি পেতে সাহায্য করেছিল। চিঠির শেষে মাইকেল লেখেন যে, তিনি একই উদ্যম, অন্তর্দৃষ্টি এবং সহায়তা অন্যদেরকেও দিতে আগ্রহী। এভাবে মাইকেল তার দক্ষতা সৃজনশীলভাবে উপস্থাপন করে তার লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যান।

আপনার উদ্যম এবং আত্মবিশ্বাস দিয়ে চাকরির ইন্টারভিউ গ্রহণকারীদের মুগ্ধ করুন।

- দ্রুত আন্তরিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলুন। এতে অন্যরা সহজেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে, আর আপনার যোগাযোগ দক্ষতার প্রমাণ মিলবে।
- নিজের দক্ষতা, পূর্ববর্তী কাজের অভিজ্ঞতা, এবং পদের প্রতি আপনার আগ্রহের কারণগুলো সুন্দর ও স্পষ্টভাবে তুলে ধরুন।

বেনজামিন অন্যদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে দারুণ পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু নিজের একটি গুরুত্বপূর্ণ চাকরির সাক্ষাৎকারের প্রস্তুতির সময় তিনি বুঝতে পারলেন, সমর্থন ও উৎসাহ নেওয়াও কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তার স্ত্রীর সঙ্গে তার উত্তেজনা বা নার্ভাসনেস নিয়ে কথা বলতেন এবং তারপর নিজের শক্তি ও অর্জনগুলো পর্যালোচনা করতেন। সাক্ষাৎকারের দিন তিনি আগেভাগে পৌঁছাতেন, ভবন থেকে একটু দূরে গাড়ি পার্ক করতেন এবং কয়েক মিনিট ধরে নিজের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য উৎসাহমূলক কথা নিজেকে বলতেন। এই সহজ রুটিনটি তার আত্মসম্মান বাড়াতে এবং মনোবলকে শক্তিশালী করতে দারুণ কাজ করত।

একটি বড় এবং সক্রিয় নেটওয়ার্ক তৈরি করুন এবং সেটি কাজে লাগান।

- আপনার গবেষণার বেশিরভাগ কাজ তথ্যভিত্তিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে করুন। যাদের আপনার পছন্দের পেশা বা ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা আছে অথবা যাদের কাজ আপনাকে আকর্ষণ করে, তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।
- বন্ধু, পরিবার এবং পূর্বপরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তাদের জানান যে আপনি একটি চাকরি খুঁজছেন এবং অনুরোধ করুন যেন তারা এমন কাউকে খুঁজে বের করেন, যিনি আপনাকে সাহায্য করতে পারেন।

ইভলিন কর্মসংস্থান উন্নয়নের প্রশিক্ষণের দিকে ক্যারিয়ার পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। প্রথমে তিনি তার পরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, কিন্তু তারা ভিন্ন পেশায় থাকায় তেমন সাহায্য করতে পারেননি। তখন ইভলিন একটি পেশাগত সংগঠনে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথম মিটিংয়ে কাউকে না চিনলেও, তিনি নিজেকে চ্যালেঞ্জ দেন অন্তত তিনজনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার। মিটিং শেষে তিনি চারজনের সঙ্গে পরিচিত হতে সক্ষম হন। এই নতুন সংযোগগুলো তার চাকরি খোঁজার প্রক্রিয়ায় নতুন সুযোগ তৈরি করে দেয় এবং তাকে সামনে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে।

অজানা চাকরির সম্ভাবনাগুলো খুঁজে বের করুন।

- এমন কিছু চাকরি নিয়ে ভাবুন যা সত্যিই আপনাকে আনন্দ দেবে। শুরুতেই চাকরির মান নিয়ে বিচার করবেন না। বরং এই ধরনের চাকরির একটি তালিকা তৈরি করুন। যেসব বন্ধু আপনাকে ভালোভাবে চেনে, তাদের সাহায্য নিন। তারা এমন চাকরির পরামর্শ দিতে পারে যেখানে আপনি সফল হতে পারেন।
- সাক্ষাৎকারে, আপনার দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতাকে সম্ভাব্য নিয়োগকর্তার চাহিদার সঙ্গে কীভাবে মেলানো যায়, তা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরুন।

লিভিসি তার জীবনের একটা বড় অংশই স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাটিয়েছেন, এমনকি শৈশব থেকেই। তার সন্তানরা যখন স্কুলে যেতে শুরু করল, তিনি ভাবলেন, এখন এমন একটি কাজ করা উচিত যার জন্য তার কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। তবে, তিনি বুঝতে পারছিলেন না তার কী ধরনের চাকরির উপযোগী দক্ষতা রয়েছে, কারণ তার স্বেচ্ছাসেবী কাজের জন্য তিনি আগে কখনো বেতন পাননি। যখন তিনি আমাদের কাছে এলেন, আমরা তাকে পরামর্শ দিলাম যেন তিনি কোনো বন্ধুর সঙ্গে তার ধারণাগুলো নিয়ে আলোচনা করেন। সেই পরামর্শ অনুসারে, এক রাতে লিভিসি তার বোনের সঙ্গে আড্ডা দিতে বসে বিভিন্ন ধারণা নিয়ে কথা বলেন। এর ফলাফল হিসেবে, তিনি এমন কিছু চাকরির একটি তালিকা তৈরি করেন যা তার কাছে বেশ আকর্ষণীয় মনে হয়। আমাদের কাছে কাউন্সেলিং-এর জন্য আসলে, আমরা তার স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমগুলো পর্যালোচনা করে আরেকটি তালিকা তৈরি করি। এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল নাগরিক সংগঠন, গির্জা এবং স্বাস্থ্যসেবা সংগঠনের জন্য তার দক্ষতাগুলো। তবে, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল তার থিয়েটারের প্রতি ভালোবাসা এবং নাট্য প্রযোজনা সংগঠিত ও প্রচারের দক্ষতা। এরপর, লিভিসি শহরের শিল্পমনা পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

এর ফলস্বরূপ, তাকে শহরের শিল্প পরিষদের তহবিল সংগ্রহের কাজ সমন্বয় করার জন্য খণ্ডকালীন চাকরির প্রস্তাব দেওয়া হয়। এটি ছিল তার স্বপ্নের কাজ, যা তিনি কয়েক মাসের মধ্যেই পূর্ণকালীন সফলতায় পরিণত করেন।

নিচের নির্দেশনা অনুসারে পুরো চাকরির সন্ধানের প্রক্রিয়া শেষ করুন, বিশেষ করে ভদ্রতার ক্ষেত্রে যত্নবান হন।

- আপনার দেওয়া প্রতিশ্রুতি সবসময় রক্ষা করুন, নির্ধারিত সময়ের আগে বা ঠিক সময়ে অ্যাপয়েন্টমেন্টে উপস্থিত হন এবং ধন্যবাদ জানানোর জন্য নোট বা অন্য কোনো বার্তা পাঠান, প্রত্যেক অ্যাপয়েন্টমেন্টের পর।
- আপনার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত বিবরণ মনে রাখুন। মানুষের নাম এবং আপনার গবেষণা বা অভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত ব্যক্তিগত তথ্য স্মরণ করুন।

ডেবি যখন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মী নির্বাচক হিসেবে চাকরি খুঁজছিলেন, তিনি সম্ভাব্য নিয়োগদাতাদের ড্রায়াক করতে একটি সহজ কিন্তু দারুণ কার্যকর পদ্ধতি বের করেছিলেন। তিনি প্রতিটি নিয়োগকর্তা এবং যাদের সঙ্গে ইন্টারভিউ দিতেন, তাদের জন্য আলাদা আলাদা তথ্য কার্ড তৈরি করতেন। যদি তাকে কোনো অনুসন্ধান কমিটির সামনে ইন্টারভিউ দিতে হতো, তিনি কমিটির প্রতিটি সদস্যের জন্যও আলাদা কার্ড তৈরি করতেন। কার্ডগুলো রঙ দিয়ে কোড করতেন, যাতে তা নির্দিষ্ট কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মিলে যায়। যখনই তিনি নতুন কিছু জানতেন বা কারও সঙ্গে কথা বলতেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গেই সেই তথ্য কার্ডে নোট করে আপডেট রাখতেন। এই পদ্ধতি নিশ্চিত করেছিল যে চাকরি খোঁজার সময় কোনো তথ্য বা কেউই তার নজর এড়িয়ে না যায়। অবশেষে, যখন তিনি তার পছন্দের চাকরিটি পেলেন, তিনি তার সঙ্গে দেখা করা সবার কাছে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি সুন্দর নোট পাঠাতে পেরেছিলেন।

সম্ভাব্য দুর্বলতা

যদিও প্রতিটি মানুষই অনন্য, তবুও কিছু সাধারণ দুর্বলতা আছে যা অনেক ENFJ ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়। এখানে “সম্ভাব্য” শব্দটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলোর কিছু আপনার জন্য প্রয়োজ্য হতে পারে, আবার কিছু একেবারেই নাও হতে পারে। এই বিষয়গুলো বিবেচনা করার সময় নিজের অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে মূল্যায়ন করুন এবং নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, “এটি কি আমার জন্য সত্য?” যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তবে নিজেকে আরও একটি প্রশ্ন করুন, “এই আচরণটি কীভাবে আমাকে আমার কাঙ্ক্ষিত কিছু অর্জন করা থেকে বিরত রেখেছে?” আপনি হয়তো লক্ষ্য করবেন, আপনার দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে ওঠার মূল চাবিকাঠি হলো সচেতনভাবে আপনার তৃতীয় এবং চতুর্থ ফাংশনগুলো (সেন্সিং এবং থিংকিং) বিকাশ করা। এটা ঠিক যে, এখানে উল্লিখিত অনেক পরামর্শ অনুসরণ করা কঠিন হতে পারে। তবে, যত বেশি আপনি এই ফাংশনগুলো ব্যবহার করবেন, তত কম এই সমস্যাগুলো ভবিষ্যতে আপনাকে প্রভাবিত করবে।

ব্যক্তিগত অনুভূতির ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন।

- সম্ভাব্য কাজের ফলাফল বিশ্লেষণে যৌক্তিক চিন্তাভাবনা ব্যবহার করুন। কারণ এবং প্রভাব বিশ্লেষণ আপনার স্বাভাবিক শক্তি নাও হতে পারে, তাই এ বিষয়ে দক্ষ কোনো বন্ধুর সাহায্য নিতে দ্বিধা করবেন না।
- শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিকে অপছন্দ করার কারণে কোনো বিকল্প পথ বাদ দেবেন না। একইভাবে, একটি ইতিবাচক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পুরো চাকরি বা প্রতিষ্ঠানকে বিচার করার অভ্যাস থেকেও বিরত থাকুন।

সমালোচনা এবং প্রত্যাখ্যানকে ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করবেন না।

- গঠনমূলক সমালোচনা এবং প্রতিক্রিয়া তাদের আসল উদ্দেশ্য অনুযায়ী গ্রহণ করুন। চাকরি খোঁজার চাপপূর্ণ সময়ে হতাশা এড়াতে বন্ধু ও পরিবারের সমর্থন এবং উৎসাহের ওপর নির্ভর করুন।
- যদি পছন্দের কোনো চাকরি বা সাক্ষাৎকারে প্রত্যাখ্যাত হন, তবে নিজের প্রতি অতিরিক্ত কঠোর সমালোচনার আচরণ বন্ধ করার চেষ্টা করুন। এটি একটি ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিন এবং এটিকে অতিক্রম করার সুযোগ হিসেবে দেখুন।

প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য সংগ্রহে মনোযোগ দিন।

- মানুষ এবং পরিস্থিতির প্রতি মনোযোগী হওয়ার পাশাপাশি বিস্তারিত তথ্য এবং বাস্তব দিকগুলোতেও গুরুত্ব দিন। শুধুমাত্র নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আনন্দে চাকরি খোঁজার কম আকর্ষণীয় কাজগুলো এড়িয়ে যাবেন না।
- আপনাকে যে তথ্য দেওয়া হয়, তা সোজাসুজি মেনে না নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন করার জন্য প্রস্তুত থাকুন। এতে আপনি চাকরি বা কোম্পানির প্রকৃত চিত্র বুঝতে পারবেন।

সম্ভাব্য পেশা এবং অন্য মানুষ সম্পর্কে আরও বাস্তববাদী হন।

- মানুষকে তারা যেমন, সেভাবে দেখুন এবং তাদের সীমাবদ্ধতাগুলো চিনতে শিখুন। অন্যদের আদর্শ মনে করার বা অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শনের আচরণ থেকে সচেতনভাবে নিজেকে রক্ষা করুন।
- কোনো দ্বন্দ্ব বা ভুল বোঝাবুঝি হলে তা দ্রুত এবং সরাসরি মোকাবিলা করুন। এগুলো এড়িয়ে গেলে সমস্যাগুলি আরও বড় বা জটিল হয়ে উঠতে পারে।

খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন।

- প্রচুর গবেষণা করুন। এটি আপনাকে হট করে কোনো কিছু না বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত রাখবে। কোনো অফারের জবাব দেওয়ার আগে চিন্তাভাবনার জন্য সময় চেয়ে নিন, যাতে নিশ্চিত হতে পারেন যে এটি আপনার জন্য সঠিক।
- যদি দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আচরণটি এড়িয়ে না চলেন, তবে আপনি হয়তো অন্য ভালো বিকল্প পথ মিস করতে পারেন বা এমন একটি চাকরি নিতে পারেন যা আসলে আপনার চাওয়া নয়।

চুড়ান্ত খাপ: চাকরি পরিবর্তন করবেন, নাকি বর্তমান চাকরিতে থাকবেন... ENFJ-দের সফলতার চাবিকাঠি

আপনার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে গভীর ধারণা পাওয়ার পর, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে কিছু নির্দিষ্ট চাকরি আপনার স্বাভাবিক আচরণগুলির সঙ্গে বেশি মানানসই। এছাড়াও, আপনার ব্যক্তিত্ব-সম্পর্কিত শক্তি এবং দুর্বলতা জানা চাকরি খোঁজার প্রক্রিয়ায় আপনাকে অনেক এগিয়ে রাখবে। তবে, একজন ENFJ হিসেবে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে জনপ্রিয় পেশাগুলোর সবকিছুই আপনার জন্য সমানভাবে আকর্ষণীয় নয়। এখন সময় এসেছে ক্ষেত্রগুলোকে আরও সংকুচিত করার এবং এমন একটি কাজ বেছে নেওয়ার যা সত্যিই আপনার জন্য উপযুক্ত। শুধু ব্যক্তিত্ব নয়, আপনার মূল্যবোধ, আগ্রহ এবং দক্ষতাও চাকরিতে সন্তুষ্টি আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আপনি যত বেশি আপনার পেশার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবেন, তত বেশি সুখী হবেন। তাই, এই বই এবং আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যা শিখেছেন তা কাজে লাগিয়ে কৌশলগত ক্যারিয়ার পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য প্রস্তুত হন।

তবে, যদি আপনি আপাতত বর্তমান চাকরিতে থাকার সিদ্ধান্ত নেন?

এর পিছনে থাকতে পারে আর্থিক চাপ, পারিবারিক দায়িত্ব, আপনার বিশেষত্বের ক্ষেত্রে কঠিন চাকরির বাজার, বা হয়তো সময়টা সঠিক নয়। হতাশ হবেন না! এই বই থেকে যা শিখেছেন, তা বর্তমান চাকরিতে আরও সন্তুষ্টি এবং সফল হতে সাহায্য করবে। আর যখন সেই বড় ক্যারিয়ার পরিবর্তনের সময় আসবে, আপনি আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন কোথায় যেতে চান এবং কীভাবে সেখানে পৌঁছাতে হবে।

“তাই, যদি আপনি এখনো আপনার পছন্দের চাকরিটি না পেয়ে থাকেন ... তবে আপনার বর্তমান চাকরিকে ভালোবাসুন।” সত্যি বলতে, বেশিরভাগ চাকরিতেই কাজ করার পদ্ধতিতে সহনশীলতা থাকে। এমনকি আপনার বর্তমান চাকরিটাকেও আপনার মনের মতো করে গড়ে তোলার কিছু উপায় আছে। নিচে কয়েকটি সহজ কৌশল দেওয়া হলো, যা আপনার কাজকে আরও আনন্দদায়ক করে তুলতে পারে:

- যোগাযোগ কর্মসূচি পরিচালনা করুন বা তাতে অংশ নিন।
- সহকর্মীদের সঙ্গে ব্যক্তিত্বজনিত সংঘাত এড়ানোর চেষ্টা করুন।
- প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য নির্ধারণে খসড়া তৈরিতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করুন।
- সমস্যা সমাধানে সহায়তার জন্য একটি সহায়ক দল তৈরি করুন।
- জনসংযোগ কাজে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে অংশ নিন।
- অপ্রয়োজনীয় “অফিসিয়াল নয় এমন পরামর্শ” সীমিত রাখুন, যা জটিলতা বা চাপ তৈরি করতে পারে।
- অফিসের কাজ অফিসেই শেষ করার চেষ্টা করুন।
- আপনার বিশেষজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক বা পরামর্শদাতা হওয়ার কথা ভাবুন।
- একজন বন্ধুকে মাঝে মাঝে একটি অনুপ্রেরণামূলক বার্তা পাঠান।
- আপনার বসকে জানান যে প্রশংসা আপনাকে অনুপ্রাণিত করে।
- একই পেশায় থাকুন, তবে নতুন নিয়োগদাতার কথা বিবেচনা করুন।

ENFJ-দের সমস্যা থেকে সমাধান তৈরি করার উদাহরণঃ

সারা একটি জনকল্যাণমূলক স্বাস্থ্য সংস্থায় প্রশাসনিক সহকারী হিসেবে কাজ করতেন। সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি তার গভীর বিশ্বাস থাকলেও, কাজের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো তাকে ততটা আকর্ষণ করত না। তবে সারার একটি দারুণ গুণ ছিল— তিনি যেখানেই যেতেন, সংস্থার কাজ এবং উদ্দেশ্য প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। একদিন তার মনে হলো, যদি এই কাজের জন্য পারিশ্রমিক পেতেন, তাহলে সেটি আরও ভালো হতো। যদিও জনসংযোগ বিভাগে তখন কোনো খালি পদ ছিল না, সারা তার ফাঁকা সময় কাজে লাগিয়ে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে স্কুলগুলোতে গিয়ে সংস্থার কাজ এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে কথা বলতেন। এই কাজটি তিনি এতটাই দক্ষতার সঙ্গে করলেন যে ছয় মাস পর জনসংযোগ বিভাগে একটি পূর্ণকালীন পদের সুযোগ তৈরি হলে, সারা সেই পদে আবেদন করে নিয়োগ পান।

আপনার যা আছে তা ব্যবহার করে আপনার যা প্রয়োজন তা অর্জন করুন।

সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি হলো আপনার শক্তিগুলোকে কাজে লাগানো এবং দুর্বলতাগুলো সামলে নেওয়া। এই দক্ষতা কেবল কাজের ক্ষেত্রেই নয়, সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে। নিচে ENFJ-দের সম্ভাব্য শক্তি এবং দুর্বলতাগুলো তুলে ধরা হয়েছে:

কাজ-সংক্রান্ত সম্ভাব্য শক্তিগুলো	কাজ-সংক্রান্ত সম্ভাব্য দুর্বলতাগুলো
<ul style="list-style-type: none"> চমৎকার যোগাযোগ ও উপস্থাপনা দক্ষতা ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্ব এবং ঐক্যমত্য গড়ার ক্ষমতা অন্যদের সহযোগিতা ও উৎসাহ দিতে পারা দ্রুত সিদ্ধান্ত ও সংগঠনের দক্ষতা প্রচলিত চিন্তার বাইরে নতুন সম্ভাবনা খুঁজতে আগ্রহ সহানুভূতি এবং আগেই অন্যের প্রয়োজন বুঝতে পারা বহুমুখী আগ্রহ এবং দ্রুত শেখার ক্ষমতা বড় চিত্রটি দেখা ও ধারণার প্রভাব বোঝার দক্ষতা দৃঢ় প্রচেষ্টা ও লক্ষ্য অর্জনের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাসের কাজে গভীর মনোযোগ 	<ul style="list-style-type: none"> মূল্যবোধের বিপরীতে যায় এমন কাজে অনীহা সম্পর্ক ও মানুষের প্রতি অতিরিক্ত ইতিবাচক ধারণা প্রতিযোগিতামূলক বা চাপপূর্ণ পরিবেশে কাজের অসুবিধা অদক্ষতা বা অসহযোগিতার প্রতি অসহিষ্ণুতা দ্বন্দ্ব এড়ানোর আচরণ ও অপ্রীতিকর বিষয় অবহেলা করা যথেষ্ট তথ্য ছাড়াই দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া কর্মচারীদের শাসন করতে অনীহা তাড়াছড়োর কারণে ভুল করার আচরণ অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার আচরণ

আপনার শক্তিগুলো ব্যবহার করা সহজ এবং কার্যকর।

সফলতার গোপন রহস্য

ENFJ ব্যক্তিত্বের জন্য এই তিনটি বিষয় শেখা গুরুত্বপূর্ণ:

- ধীরস্থির হয়ে কাজ করা।
- নিয়ন্ত্রণের আচরণ কমানো।
- বিষয়গুলোকে ব্যক্তিগতভাবে না নেওয়া।